সহীহ হাদীসের আলোকে

জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা

রচনায়:

হাফেয মাওলানা মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ্ হাদীসের আলোকে
জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা

রচনায়:
হাফেয মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫ রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক:
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকাল:
০৯ জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী, ২৭ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

কম্পিউটার: অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্য: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadiser Aloke Jolsae Istirahat Na Kora
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 30/- Tk Only.

আহলে হাদীস বন্ধুগণ নামাযে বেজোড় রাকাতে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে প্রথমে বসেন। অতঃপর উঠে দাঁড়ান। তারা এটিকে সুন্নাত বলে প্রচার করেন। অথচ সহীহ সনদে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সিজদা থেকে তিনি সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি বসতেন না। এবং তারা এ আমলকে সুন্নাত বিরোধি বলে প্রচার করে থাকেন।

আহলে হাদীস বন্ধুগণের পেশকৃত দলিল ও তার জবাব

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

হযরত আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস লাইসি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তার নামাযের বেজোড় রাকাতে সিজদা থেকে উঠে না বসে দাঁড়াতেন না।[১]

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

হযরত আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. এসে আমাদের মসজিদে আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিয়ে নামায আদায় করব। এখন নামাযের ইচ্ছা ছিল না, তবে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

---

[১] . বুখারী শরীফ ১/১৬৪ হা. ৮২৩ আযান অধ্যায়, নামাযে বেজোড় রাকাতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো পরিচ্ছেদ।

যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। আইয়ুব রহ. বলেন, আমি আবু কিলাবা কে জিজ্ঞাসা করলাম তার নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, আমাদের এ শায়খ অর্থাৎ আমর ইবনে সালিমা রা. এর নামাযের মত। আইয়ুব বললেন, শায়খ তাকবীর পূর্ণ বলতেন, এবং দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন, তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[২]

আহলে হাদীস বন্ধুগণের পেশকৃত দলিলের জবাব

আহলে হাদীস বন্ধুগণ একথা বলে থাকেন যে, **“দশজন ছাহাবী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সত্যায়ন প্রাপ্ত আবু হুমায়েদ সা’এদী (রাঃ) প্রদর্শিত ছালাতের প্রসিদ্ধ হাদীছেও এর স্পষ্ট দলীল রয়েছে।”**[৩]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি রহ. বলেন,

وقال الطحاوي ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة وساقه بلفظ فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود

তহাবী রহ. বলেন, আবু হুমায়দ রা. এর হাদীসে জলসায়ে এস্তেরাহাত নেই। আবু দাউদ রহ. হাদীস বর্ণনা করেছেন, **فقام ولم يتورك** এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এ সময় আর বসতেন না।[৪]

আবু জাফর তহাবী রহ. বলেন,

احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة كما قد كان بن عمر رضي الله عنهما يتربع بالصلاة فلما سئل عن ذلك قال إن رجلي لا تحملاني

---

[২] . বুখারী শরীফ ১/১৬৪ হা. ৮২৪ আযান অধ্যায়, রাকাত শেষে কিভাবে জমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে পরিচ্ছেদ।
[৩] . ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১১৫, ৬. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), জালসায়ে ইস্তো-হাত।
[৪] . উমদাতুল কারী ৯/৩৩৬ আযান অধ্যায়, নামাযে বেজোড় রাকাতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো পরিচ্ছেদ।

প্রথম হাদীসে (জলসায়ে এস্তেরাহাত) রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা থেকে উঠে বসে তারপর দাঁড়াতেন এটি হয়ত কোন কারণ বা সুস্থতার জন্য ছিল। সে কারণে তিনি বসে তারপর দাঁড়াতেন। এ জন্য নয় যে, এটি নামাযের সুন্নাত। যেভাবে ইবনে ওমর রা. তারাব্বু তথা দু' পা ডান দিকে বের করে নিতম্বেরপর বসতেন। তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমার পা এটিকে বহন করতে পারে না।[৫]

জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইকরিমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা শরীফে একজন বৃদ্ধের পিছনে নামায আদায় করলাম। তিনি বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি ইবনে আব্বাস রা. কে বললাম, লোকটি তো আহমক। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। এ যে আবুল কাসিম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।[৬]

আল্লামা নিমাবী রহ. বলেন,

يستفاد منه ترك جلسة الاستراحة والا لكانت التكبيرات اربعا وعشرين مرة لانه قد ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود.

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা প্রমাণিত হয়। নতুবা তাকবীর চব্বিশ বার হত। কেননা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নিচু উচু দাঁড়াতে বসতে তাকবীর বলেছেন।[৭]

---

[৫] . শরহু মাআনিল আসার ৪/৩৫৪ হা. ৬৭৯০ কিতাবুয যিয়াদাত, প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় সিজদার পর উঠে মুসল্লির করণীয় পরিচ্ছেদ।

[৬] . বুখারী শরীফ ১/১৫৭ হা. ৭৮৮ আযান অধ্যায়, সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা পরিচ্ছেদ।

[৭] . আসারুস সুনান পৃ. ১৭৪ হা. ৪৪৮ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, জলসায়ে এস্তেরাহাত না করা পরিচ্ছেদ।

عَنْ عَبَّاسٍ – أَوْ عَيَّاشِ – بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– وَفِى الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ – يَعْنِى مِنَ الرُّكُوعِ – فَقَالَ « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُ أَكْبَرُ ». فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ.

হযরত আব্বাস অথবা আইয়্যাশ ইবনে সাহল রহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি সাহাবীদের এক মসজিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তার পিতা এবং আবু হুরায়রা রা. আবু হুমায়দ আস সায়েদী এবং আবু উসায়দ রা.ও উপস্থিত ছিলেন। এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীস কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি সহ বর্ণিত আছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লি মান হামিদা রাব্বানা লাকাল হামদ বলে স্বীয় হস্তদ্বয় উপরে উঠাতেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ আকবার বলে সিজদায় যেতেন এবং তালু, হাঁটু ও পায়ের উপর ভর করে সিজদা করতেন। অতঃপর আল্লাহ আকবার বলে তিনি পাছার উপর ভর করে বসতেন এবং অপর পাখানি সোজা করে রাখতেন। অতঃপর তাকবীর বলে সিজদা করতেন এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এ সময় আর বসতেন না। এইরূপে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[৮]

عَنْ عَبَّاسِ – أَوْ عَيَّاشِ – بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذَكَرَ فِيهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

[৮] . সুনানে আবু দাউদ ১/২৬৬ হা. ৭৩৩ নামায অধ্যায়, নামায শুরু করার বর্ণনা পরিচ্ছেদ।

شِمَاله. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِى التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ.

হযরত আব্বাস অথবা আইয়্যাশ ইবনে সাহল রহ থেকে বর্ণিত, একদা তিনি এমন এক মসলিসে ছিলেন, যেখানে তার পিতাও উপস্থিত ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যখন সিজদা করেন, তখন তিনি দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পায়ের পাতার উপর ভর করেন। অতঃপর যখন তিনি বসেন, তখন এক পায়ের উপর ভর করে পাছার উপর বসেন এবং অন্য পা খাঁড়া করে রাখেন। পরে তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় গমন করেন এবং সেখান হতে আল্লাহ আকবার বলে দণ্ডায়মান হন এবং এই সময়ে তিনি পাছার উপর ভর করে বসেন নাই। এভাবেই তিনি দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকাতের পর উপনিবেশ করেন। বৈঠক শেষে তিনি আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়ান এবং পরবর্তী দু'ই রাকাত আদায় করেন। অতঃপর সর্বশেষ বৈঠকে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরান।[৯]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَدْرَكْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

হযরত নুমান ইবনে আবু আয়্যাশ রহ. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবী পেয়েছি, তারা যখন প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তেমনই দাঁড়াতেন যেমন তিনি ছিলেন যে অবস্থায় তিনি বসতেননা।[১০] হাদীসটির সনদ হাসান।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : رَمَقْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرَأَيْتَهُ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَلاَ يَجْلِسُ إِذَا صَلَّى فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ حِينَ يَقْضِى السُّجُودَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحِيحٌ.

---

৯ . আবু দাউদ ১/৩৬৪ হা. ৯৬৭ নামায অধ্যায়, চতুর্থ রাকাতে পাছার উপর বসা পরিচ্ছেদ।
১০ . আলমুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/৩৯৫ হা. ৪০১১ নামায অধ্যায়, দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলতে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ রহ বলেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর নামায পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি তিনি তার দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম রাকাতে সিজদা পর্যন্ত বসেন নি।[১১] হাদীসটি সহীহ।

সুতরাং সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হলো যে, প্রথম বা তৃতীয় রাকাতে জলসায়ে এস্তেরাহাত করবে না। কেননা জলসায়ে এস্তেরাহাত বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞানী।

অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ,

গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।

১৩ সফর ১৪৩৭ হিজরী

২৬ নভেম্বর ২০১৫ ঈসায়ী

রাত: ৮: ১৩ মিনিট

[১১] . আসসুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/১২৫ হা. ২৮৭৫ নামায অধ্যায়, দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে প্রত্যবর্তন পরিচ্ছেদ।

আল মু'জামুল কাবীর তবরানী ৯/২৬৬ হা. ৯৩৪৭ আইন পরিচ্ছেদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হুযালী।